কালের কণ্ঠ

তারিখ ..03 MAY 2015...
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজ

নকলবান্ধব অধ্যক্ষ!

আঞ্চলিক প্রতিনিধি, গাজীপুর ▷

গাজীপুরের কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজে চলতি ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষায় নকলসহ ধরা পড়ার পর বহিষ্কৃত এক পরীক্ষার্থীর বহিষ্কার রহিত করা হয়েছে। পরীক্ষাকেন্দ্রের সচিবের সরাসরি হস্তক্ষেপে ওই জালিয়াতি হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে নিশ্চিত হওয়া গেছে। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে ওই ঘটনা ঘটেছে। বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর নাম আফরোজা। তিনি শ্রীপুর মুক্তিযোদ্ধা রহমত আলী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্রী।

কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজের শিক্ষকরা জানান, গত বৃহস্পতিবার বিকেলে কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে ইসলামের ইতিহাস পরীক্ষায় অংশ নেন আফরোজা। এ সময় কক্ষ পরিদর্শক ছিলেন কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজের ইসলাম শিক্ষা বিভাগের প্রধান আলী এরশাদ হোসেন আজাদ, প্রভাষক সাহেরা পারভীন ও জুয়েনা নাজনীন।

কক্ষ পরিদর্শক আলী এরশাদ হোসেন আজাদ জানান, পরীক্ষার্থী আফরোজা বইয়ের টুকরো অংশ দেখে পরীক্ষা দেওয়ার সময় তাঁর হাতে ধরা পড়েন। তাৎক্ষণিক ওই পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেন তিনি।

আলী এরশাদ হোসেন আজাদ বলেন, 'পরীক্ষার্থীর খাতার সঙ্গে বইয়ের টুকরো অংশ সংযুক্ত করে আমি কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সদস্য মো. ওয়াজিদুর রহমান খানের কাছে নিয়ে যাই। তিনি দুটি বহিষ্কার ফরমে আমার স্বাক্ষর নিয়ে ওই খাতা আলাদা প্যাকেটও করেন। পরে শুনতে পাই, ওই ছাত্রীর বহিষ্কার রহিত করা হয়েছে।'

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন শিক্ষক অভিযোগ করেন, কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ কেন্দ্র সচিব মো. সানাউল্লাহ ওই প্যাকেট খুলে বইয়ের পাতাসহ (নকল) পূরণ করা দুটি ফরমও ছিঁড়ে ফেলে দেন। পরে তিনি অন্য পরীক্ষার্থীদের খাতার সঙ্গেই বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর খাতাও প্যাকেট করেন।

তবে জালিয়াতির ওই অভিযোগ অস্বীকার করে অধ্যক্ষ মো. সানা উল্লাহ্ দাবি করেন, কক্ষ পরিদর্শক আলী এরশাদ হোসেন আজাদ টেবিলের নিচ থেকে বইয়ের টুকরো অংশ পেয়ে ওই পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেছিলেন। পরে পরীক্ষাকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সদস্যরা ওই বহিষ্কার রহিত করেন। কাপাসিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনিছুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, বহিষ্কার রহিত করার ঘটনাটি একটি জালিয়াতি। ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।